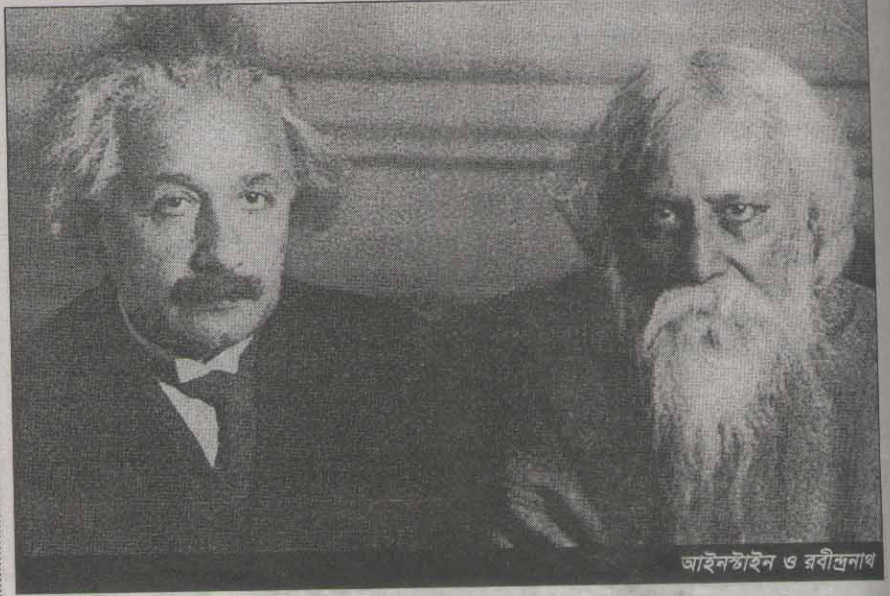


কোরানকে মেলানো কঠিন। যেমন কটরপন্থী ইমাম গাজ্জালী (১০৫৮-১১১১) প্রগতিমনা ও মুক্তবুদ্ধির বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের উপর অতিষ্ঠ হয়ে তাদের প্রতি রীতিমত জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন তার 'দার্শনিকদের বিনাশ' বইয়ে। গাজ্জালীর মৌলবাদ নিঃসন্দেহে আল্লাহর উপর বিশ্বাস আর ধর্মগ্রন্থ হতেই উদ্ভূত। গাজ্জালীর হাতে পড়েই মূলত মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী মুতাজিলাদের একটা সময় সলিল সমাধি ঘটে, যার মূল্য মুসলিম সমাজ আজও পদে পদে দিচ্ছে।

ধর্মগ্রন্থের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মৌলবাদীরা সংঘাত সৃষ্টি করছে, বোমা বুকে বেঁধে আত্মাহুতি দিচ্ছে এটা ঠিকই, কিন্তু তাকে সামলাতে গিয়ে বুশ-ব্ল্যায়ারের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সমর্থন যোগাতে হবে, এর কোনও মানে নেই। কিছু 'প্রগতিশীল' লেখক ইসলামী মৌলবাদ থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে 'বুশ'কে ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েব-পেইজে আর ফোরামে তারা ইদানিং ভীষণ সক্রিয়। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অভিভাবক স্থানীয় সাহিত্যিক শওকত ওসমান এদের উদ্দেশ্যে বলতেন, এরা 'অভিশপ্ত জীব', আর এদের 'গোলামীর চেতনা সহজে লুপ্ত হয় না'।^৫ সমস্যা হচ্ছে, একটা জাতি যখন ক্ষমতার শীর্ষে থাকে তখন তাদের চোখ অন্ধ প্রতিক্রিয়াশীলতায় আচ্ছাদিত থাকায় ইতিহাসের ক্রমিক ধারায় তাদের 'অনিবার্য পতন'কে দেখতে পায় না। আমেরিকা আর তাদের অন্ধ-সমর্থকদের হয়েছে সেই দশা। শক্তি আর ক্ষমতার আফসানে তাদের চোখ এতটাই অন্ধ যে তাদের ভিত্তিপ্রস্তরের গোড়ার ঘুলে ধরা কাঠামো তাদের নজরে পড়ছে না, ভিত্তিপ্রস্তরের বাইরের চাকচিক্য দেখেই তারা মোহিত হয়ে আছেন। গ্রীক আর রোমান সভ্যতার ইতিহাস যারা পড়েছেন, তাদের না জানার কথা নয় যে, গ্রীক আর রোমানরাও একটা সময় নিজেদের অজেয়, অক্ষয় আর অবিনশ্বর ভাবতো। ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই তাদের একদিন পতন হয়েছে। গ্রীকদের কথাই ধরি। অভূতপূর্ব বস্তুগত বা জাগতিক সাফল্য আর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সত্ত্বেও গ্রিক রাষ্ট্রগুলো এক অনিবার্য পতনের দিকেই একসময় অগ্রসর হয়। সে সময় চলছিল 'লৌহযুগের' বিকাশ। লৌহযুগের নগর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সে সময় যে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, এখেসের 'গণতন্ত্র' তা থেকে বাঁচবার উপায় খুঁজছিল। গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তাকে বাঁচানোর জন্য দু'টি পথই খোলা ছিল। এক. দাসপ্রথাকে আরও কঠোর করা আর দুই. বিদেশে আরও বেশি সামরিক অভিযান চালানো। কিন্তু এ দুটোই এখনীয় গণতন্ত্রের দ্বন্দ্বকে আরও প্রকট করে তোলে আর তারপর তার পতন ত্বরান্বিত করে। আজকের পরিবর্তিত পৃথিবীতে কি আমেরিকার অবস্থা অনেকটা অবক্ষয়ী গ্রীকদের মতোই নয়? জনবিধ্বংসী যুদ্ধ না পাওয়া কিংবা সাদ্দামের সাথে আল কায়েদার কোনও সম্পর্ক না



আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ

খুঁজে পাওয়া কিংবা জৈব-যুদ্ধ না পাওয়া সত্ত্বেও নির্লজ্জভাবে ইরাকের ওপর যে আক্রাসন চালিয়েছে তা আমেরিকার চিরচেনা সাম্রাজ্যবাদী চেহারাটাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে। শুধু তো ইরাক নয়, বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস ঘটলেও আমেরিকার এই 'যুদ্ধাংদেহী' চেহারাটাই ধরা পড়ে। যারা আমেরিকার 'গণতান্ত্রিক' মূল্যবোধে উদ্বেলিত থাকেন তারা ভুলে যান যে এই গণতান্ত্রিক আমেরিকাই ১৯৫৩ সালে ইরানের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মোসাদেককে অবৈধভাবে ক্ষমতাচ্যুত করে স্বৈরশাসক শাহকে ক্ষমতায় বসায়, ভিয়েতনামে সৈন্য প্রেরণ করে গণহত্যা চালায়^৬, ১৯৭৫-৭৬-এ ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ণকে কু করে সরিয়ে সুহার্তোকে ক্ষমতায় বসায় আর পরবর্তী সময়ে সুহার্তোর নির্বাচনে গণহত্যাকে প্রত্যক্ষ সমর্থন দান করে, প্রায় একই সময় স্বৈরশাসক পলপট যিনি নিজ দেশে ১.৭ মিলিয়ন মানুষ মারার জন্য দায়ী—তাকে পর্যন্ত নিজ স্বার্থে সমর্থন করে 'অ্যান্টি-কমিউনিস্ট' আমেরিকা, তারা একটা সময় এলসালভাদর আর আর্জেন্টিনায় স্বৈরশাসকদের সমর্থন করে, নিকোরাগুয়ার গণতন্ত্র উৎখাত করে জিয়াউল হকের মতো মৌলবাদী সরকারকে 'মিত্র' হিসেবে সমর্থন করে আর তার ওহাবী ইসলাম বিস্তারে সাহায্য করে, চিলির স্বৈরশাসক পিনোচেটকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে, এমনকি সোভিয়েত রাশিয়ার আফগানিস্তান আক্রমণের ছয় মাস আগে থেকেই ওসামা-বিন-লাদেনকে সাহায্য আর সমর্থন যুগিয়ে প্রকৃত 'লাদেন' হিসেবে গড়ে তোলে এই 'গণতান্ত্রিক' আমেরিকা। ইসলামী মৌলবাদের পীঠস্থান সৌদি-আরব আর তার রাজতন্ত্রকে তো এখনও মাথায় আর পিঠে হাত বুলিয়ে চলেছে। সবকিছু না হয় বাদই দিলাম, ১৯৭১ সালে বাঙালিদের উপর পাকিস্তানি গণহত্যা আর ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পেছনে 'গণতান্ত্রিক' আমেরিকার ভূমিকা কি ছিল তা সবাই জানে। বাংলাদেশে

নিয়োজিত আমেরিকান রাষ্ট্রদূতেরা সুযোগ পেলেই বাংলাভাই-এর অস্তিত্ব নিয়ে 'সন্দেহ' করে, কখনওবা জামাতে ইসলামিকে 'মডারেট গণতান্ত্রিক' রাজনৈতিক দল মনে করে। তারপরও 'আমেরিকার পলিসির' মধ্যেই 'মুক্তি' খোঁজেন তথাকথিত প্রগতিশীলরা^৭। এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আমেরিকার সামরিক আক্রাসনের কারণে সারা পৃথিবীতেই এর একটা বিরূপ প্রভাব পড়েছে, আর তার দায়ভার বহন করতে হচ্ছে আমেরিকার জনগণকে। সৃষ্টি হচ্ছে অর্থনৈতিক মন্দা, বাড়ছে বেকারত্ব। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিঘাতকে ঠেকাতে জোরদার করতে হচ্ছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা। অপরদিকে আমেরিকার শক্তিকে বাড়িয়ে দিয়ে চীনের মতো দেশগুলো দ্রুতগামী অশ্বের মতোই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে আসছে, উঠে আসছে পূর্ব ইউরোপিয়ান দেশগুলো। আমেরিকা সারা জীবনই 'ক্ষমতার শীর্ষস্থানে' থেকে যাবে এ ধারণায় যারা বিশ্বাস করেন তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে ভুলে গেছেন। সাম্রাজ্যবাদের পতনের পর তার তোষণকারী সুবিধাভোগী অংশটিও অচিরেই আস্তাকুড়েই নিষ্কিণ্ত হবে। প্রতিক্রিয়াশীল (নাকি প্রগতিশীল?) আরেকটি অংশের কথাও বলা প্রয়োজন এ প্রসঙ্গে। সমাজতান্ত্রিক ঘরানা থেকে উঠে আসা কিছু বাম চিন্তাধারার লোকজন ইদানিং আমেরিকাকে ঠেকাতে গিয়ে ইসলামি মৌলবাদকে সমর্থন যুগিয়ে চলেছেন, কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা পরোক্ষভাবে। বাংলাদেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী ফরহাদ মজহার হচ্ছেন এই গোত্রের। উনি জেহাদ ও শ্রেণী সংগ্রামকে এক করে দেখেন, আর মার্ক্সিয় তত্ত্ব আউরে সেটাকে সময় সময় বৈধতা দিতে চেষ্টা করেন। বিন লাদেনের প্রতি মজহার সাহেব একটা সময় এতই গুণমুগ্ধ ছিলেন যে, তিনি 'চিন্তা' নামক একটা পত্রিকায় 'ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণী সংগ্রাম' নামের প্রবন্ধের (ডিসেম্বর, ২০০১)